হাসিনার প্রত্যর্পণ না হলে ভারত সফর করবেন না তারেক: দ্য ট্রিবিউন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত না পাঠানো পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফরে যাবেন না বলে দাবি করেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ট্রিবিউন। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, গত ১০ আগস্ট ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান স্পষ্ট করেন তারেক রহমান। একই সঙ্গে ব্রিকস সম্মেলনে অংশ নেওয়ার বিষয়টিও শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে সূত্রগুলো দাবি করেছে।

দ্য ট্রিবিউনের দাবি, দিল্লিকে জানানো হয়েছে, শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টির ওপর তারেক রহমানের দ্বিপক্ষীয় ভারত সফরের সম্ভাবনাও অনেকাংশে নির্ভর করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনের পর তারেক রহমানকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি বিমসটেকের চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশকে ব্রিকস সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টিও আলাদাভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

১০ আগস্ট ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং বা 'র'-এর প্রধান পরাগ জৈনও ঢাকায় সফর করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম শামসুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠক করেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

একই দিনে ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রায় ৪৫ মিনিটের ওই আলোচনায় দুই দেশের সম্পর্কের পাশাপাশি শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি গুরুত্ব পায় বলে কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে দাবি করেছে দ্য ট্রিবিউন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈঠকে ত্রিবেদী দুই দেশের সম্পর্ক নতুন করে জোরদারের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী এবং দুই দেশের বিদ্যমান সমস্যাগুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন।

তবে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়ে ঢাকা নিজের অবস্থানে অনড় রয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

এর আগে ২৯ জুলাই ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীও বলেছিলেন, তারেক রহমানের ভারত সফরের পর দুই দেশের সম্পর্ক আরও ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যেতে পারে।

এদিকে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের আবেদন ভারত এখনো আইনি প্রক্রিয়ার আওতায় পর্যালোচনা করছে বলে নয়াদিল্লি জানিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, বাংলাদেশের অনুরোধটি সংশ্লিষ্ট আইনগত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

দ্য ট্রিবিউনের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দুই দেশই সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। তবে শেখ হাসিনাকে ঘিরে বিরোধ, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক কৌশলগত স্বার্থের মতো বিষয়গুলো এখনো ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে।